তারিখ . . 08 .OCT. 2016. ...
পৃষ্ঠা ১৯ ... কলাম ... 2 ... .

সমকাল

চসিকের ৫৭ স্কুলের ৩৮ ভবন ঝুঁকিপূর্ণ

শঙ্কায় ১৬ হাজার শিক্ষার্থী

■ স্বপন কুমার মল্লিক, *চট্টগ্রাম ব্যুরো*

চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন (চসিক) পরিচালিত জামালখান কুসুম কুমারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়। নগর ভবনের মাত্র আধা কিলোমিটার দূরে চার দশকের পুরনো প্রতিষ্ঠানটির তিনতলা ভবনের প্রায় প্রতি তলায় ছাদের পলেস্তারা খসে পড়ছে। কোনো কোনো কক্ষে দেয়ালের আস্তর পড়ে গিয়ে বেরিয়ে এসেছে রড। ইংরেজি ইউ অক্ষর আকৃতির ভবনের বিভিন্ন কক্ষের কার্নিশের আস্তরও উঠে গেছে অনেক আগেই। অধিকাংশ জানালার কাচেরও একাংশ খসে পড়ে বাকিটুকু রয়েছে ঝুলে। বৃষ্টিতে ভিজে ছোপ ছোপ দাগে বিবর্ণ দেয়াল। ছাদ-কার্নিশের একাংশ ভেঙে পড়ে আহত হওয়ার ঘটনাও ঘটেছে একাধিকবার। তাই স্বল্পমাত্রার ভূমিকম্প হলেই শঙ্কিত কর্তৃপক্ষ স্কুল ছুটি দিয়ে দেয়। ছুটি না দিলেও অনেক সময় ভয়ে দলবেঁধে পালিয়ে যায় আতঙ্কিত শিশু শিক্ষার্থীরা।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা চম্পা মজুমদার সমকালকে বলেন, তিন বছর ধরে এ অবস্থাই দেখে আসছেন তিনি। সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় কাউন্সিলর। তবে গত আগস্ট মাসে স্কুল ভবনটি ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণার পর গত মাসের শেষ দিকে প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তা নাজিয়া শিরিন পাশের ভবনে শিক্ষার্থীদের সরিয়ে নেওয়া হবে বলে জানিয়েছিলেন। তবে কখন স্থানান্তর করা হবে সে ব্যাপারে ৫ অক্টোবর পর্যন্ত লিখিত অফিস আদেশ পাননি বলে জানান তিনি। প্রধান শিক্ষিকা বলেন, ভবনে ফাটল ও এর আগে দুর্ঘটনা ঘটায় ভূমিকম্প বা অন্য কোনো কারণে ভূ-কম্পনের আভাস পেলেই সন্ত্রস্ত শিক্ষার্থীরা আতঙ্কে শ্রেণিকক্ষ থেকে বের হয়ে যায়। তখন বাধ্য হয়ে স্কুল ছুটি দিতে হয়।

একই অবস্থা পঞ্চাশের দশকে নির্মিত চন্দনপুরা গুল এজার বেগম চসিক বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়েরও। সেখানেও তিনতলা ভবনটির নিচতলা ও দোতলায় শ্রেণিকক্ষের ছাদের পলেস্তারা খসে পড়েছে। পার্শ্ববর্তী সড়কে ভারি কোনো যান চলাচল করলে কেঁপে ওঠে ভবনটি। তখন খসে পড়ে ইট-সুরকির ছোট-বড় আস্তরণ। প্রধান শিক্ষক আবদুল কাদের বলেন, গত মাসের প্রথম দিকে ভূমিকম্পে একটি কক্ষের ছাদের বড় একটি অংশ ভেঙে পড়ে। আমরা এসব দুর্ঘটনা কয়েক বছর থেকে দেখে আসছি। এসব বিষয় কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। প্রকৌশল বিভাগের সাম্প্রতিক জরিপে ঝুঁকিপূর্ণ তালিকায় আমাদের ভবনের নাম রয়েছে। এবার হয়তো শিক্ষার্থীদের পাঠদানের বিকল্প ব্যবস্থা করা হবে। শুধু উল্লিখিত দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই নয়; চসিকের আওতায় ৫৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৮০টি ভবনের ৩৮টিই ঝুঁকিপূর্ণ। এর মধ্যে অধিক ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে ২০টি ভবন। সেসব প্রতিষ্ঠানে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পড়ালেখা করছে প্রায় ১৬ হাজার শিক্ষার্থী। চসিকের প্রকৌশল বিভাগের উদ্যোগে পরিচালিত 'ইকলেকটিক' নামে একটি প্রকৌশল পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাম্প্রতিক জরিপে এ চিত্র উঠে এসেছে। গত আগস্ট মাসের শেষ দিকে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানটি ঝুঁকির তারতম্য মোতাবেক লাল, অ্যাম্বার, হলুদ ও সবুজ এ চার শ্রেণিতে ভাগ করে প্রতিবেদন চসিককে হস্তান্তর করে। লাল ■ পৃষ্ঠা ১৭ : কলাম ৭

চট্টগ্রামের কুসুমকুমারী উচ্চ বিদ্যালয় ভবনে ছাদের একাংশ ভেঙে বেরিয়ে পড়েছে রড ■ সমকাল

চসিকের ৫৭ স্কুলের

[১৯ পৃষ্ঠার পর]

চিহ্নিত ২০টি ভবন অত্যধিক ঝুঁকিপূর্ণ। সেখানে ১৬ হাজার শিক্ষার্থীকে পাঠদান করা হয়। ১৮টি ভবন অ্যাম্বার শ্রেণির। সেখানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৪ হাজার। অবশিষ্ট ভবনগুলো কোনো রকমে ব্যবহার করা যাবে বলে সমকালকে জানিয়েছেন প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. মুনিরুজ্জামান।

এ ব্যাপারে নগর পরিকল্পনাবিদ রেজাউল করিম বলেন, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (চউক) প্রেরিত ৬৫ ঝুঁকিপূর্ণ ভবন ভাঙার ব্যাপারে কোনো সুরাহা না হতেই চসিক পরিচালিত ৩৮টি স্কুল ভবনের তালিকা হাতে আসে। জরিপ রিপোর্টে রেড মার্ক করা ভবনগুলোর বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় আনতে হবে। কারণ সেখানে শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পড়ালেখা করছে।

অধিক ঝুঁকিপূর্ণ লাল তালিকায় (রেড মার্ক করা) থাকা ২০টি ভবনের মধ্যে ১৮টি হচ্ছে– বলুয়ারদীঘি চসিক বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, লামাবাজার চসিক উচ্চ বিদ্যালয়, পশ্চিম বাকলিয়া চসিক কিন্ডারগার্টেন, হালিশহর আহম্মদ মিয়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ছালেজহুর চসিক কিন্ডারগার্টেন, ফিরোজ শাহ চসিক বালিকা বিদ্যালয়, পাঠানটুলি চসিক বালক উচ্চ বিদ্যালয়, জরিনা-মফজল চসিক কলেজ, চরচাক্তাই চসিক উচ্চ বিদ্যালয়, পতেঙ্গা চসিক বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ভবন, পতেঙ্গা চসিক মহিলা কলেজ, ফতেয়াবাদ চসিক বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, পোস্তার পাড় আসমা খাতুন বালিকা বিদ্যালয়, পূর্ব মাদারবাড়ি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কাপাসগোলা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কৃষ্ণকুমারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও পাথরঘাটা মেনকা চসিক উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়।

চসিকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কাজী শফিউল আলম সমকালকে বলেন, প্রকৌশল পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ইকলেকটিক তাদের প্রতিবেদনে লাল চিহ্নিত ভবনগুলো থেকে শিক্ষার্থীদের এখনই সরিয়ে নেওয়ার পরামর্শ দেয়নি। তবুও কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তার বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হবে। এই জন্য নতুন বাজেটে তা অন্তর্ভুক্ত করার কথা রয়েছে।

ঝুঁকিপূর্ণ ভবনগুলোর ব্যাপারে জানতে চাইলে চসিকের প্রধান প্রকৌশলী লে. কর্নেল মহিউদ্দিন আহমেদ সমকালকে বলেন, প্রতিবেদনে লাল চিহ্নিত ভবনগুলোর ব্যাপারেই প্রথমে বাজেট বরাদ্দ রেখে পর্যায়ক্রমে অবশিষ্ট ভবনগুলো সংস্কারে প্রকল্প নেওয়া হবে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে নকশা দিতে বলা হয়েছে, তা হাতে আসার পর ভবনগুলোর সংস্কার এবং ভেঙে নতুনভাবে করার উদ্যোগ নেওয়া হবে।